এই পৃথিবীর মানুষ আজ পাপ ও মৃত্যুর নদীতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাদের সাহায্য করার জন্য অনেকেই অনেক পরামর্শ, বুদ্ধি, শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু ডুবন্ত মানুষের কোন শিক্ষায় কাজ হবে না। তার দরকার এমন একজনের, যে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করবে। যীশু খ্রীষ্ট এই কাজটিই করেছিলেন। তিনি এই পাপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন; আমাদের পরিত্রাণ করেছেন।

আপনার জীবন নৌকার মাঝি কে? সে কি পারবে শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতে? সৃষ্টি কর্তার প্রতিনিধি হয়ে যিনি আপনার কাছে এসেছেন, তার জীবনের সাথে কি সেই পরম সৃষ্টিকর্তার জীবনের মিল রয়েছে? ভদ্র মহিলা তার যাত্রা পথে একজন উপযুক্ত রিক্সাওয়ালাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই জীবন পথের যাত্রী। আপনার যাত্রা কি নিশ্চিত ও নিরাপদ?

এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন।
মিডিয়া আউটরিচ
পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০। বাংলাদেশ।
প্রকাশনা: মিডিয়া আউটরিচ,
পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০
E-mail. mediaoutreach.ag@gmail.com
Web. www.mediaoutreachbd.com

BEN 03

নিশ্চিত ও নিরাপদ যাত্রা

একদিন পথে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি তার ব্যাগ-জিনিস পত্র নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন। হয়ত ট্রেনে বা বাসে যাবেন রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি অল্প বয়সের ছেলে আসলো রিক্সা চালিয়ে, কিন্তু মহিলা সে রিক্সায় উঠলেন না স্বাভাবিক ভাবে বুঝলাম ঐ ছেলেটির উপর তিনি নির্ভর করতে পারছেন না-যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটায়? একটু পরে আসলো একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। কিন্তু এবারও যাত্রি রিক্সা নিলেন না। কি জানি পথে যদি দেরি হয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত একজন শক্ত সামর্থ রিক্সাওয়ালাকে পেয়ে গেলেন ভদ্র মহিলা, খুশি মনে তার রিক্সায় উঠে বসলেন। এবার তিনি বুঝলেন তার যাত্রা নিশ্চিত ও নিরাপদ।

পৃথিবীতে কালে কালে যুগে যুগে অনেকে এসেছেন মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্ত্তা কেমন, তাঁকে পাওয়া যায় কিভাবে, কোন পথে যেতে হবে এসব তারা বলেছেন। তারা হলেন অবতার, পথ প্রদর্শক বা পরম করুণাময়ের প্রতিনিধি। তাদেরকে সেই জীবন নৌকার মাঝিও বলা হয়েছে, যারা নাকি আমাদের এই জীবন সাগর পার করে ওপারে সেই অপার আনন্দের দেশে নিয়ে যাবেন। যদি কোন ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, ভবঘুরে ধরনের লোক এসে আপনাকে বলে যে, সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, সে হয় পাগল, নয়তো প্রতারক ও ঠগবাজ। খবরের কাগজে প্রায়ই এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে লেখা হয়, যারা মিথ্যা ভাবে সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেজে লোকদের ঠকানোর চেষ্টা করে ধরা পড়ে। যিনি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হবেন তার অবশ্যই থাকবে উপযুক্ত পরিচয়পত্র এবং যোগ্যতা।

সারা বিশ্বের প্রভু বা মালিক যিনি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আসবেন, তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে উপযুক্ত যোগ্যতা, গুণাবলী ও ক্ষমতা। এই প্রতিনিধির জীবন, আচার-আচরণ, চরিত্র এসব কিছুই হতে হবে সৃষ্টিকর্তার মত, থাকতে হবে কথায় কাজে মিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা পরম করুণাময়ের জীবন ও যোগ্যতাগুলির অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা যেমন তেমনই যীশু খ্রীষ্টও পবিত্র, নিষ্কাম, জীবন দাতা ও জীবন্ত। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে।

তাঁর কোন পিতা ছিল না। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ অন্যান্য মানুষের মত তিনি পাপী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি। পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তিনি কোন পাপ কাজ করেননি। তাঁর বাণী ছিল সত্যের, প্রেমের এবং জীবনের। তিনি বলেছেন, তিনি পাপীদের ধবংস করতে নয় বরং তাদের রক্ষা করতে এসেছেন। আমরা দেখি যুগে যুগে অবতারগণ পাপীদের ধবংস করতে পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট এমন একজন, যিনি কোন নরহত্যা করেননি বা কাউকে হিংসা করেননি বরং মৃত লোককে জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছেন।

তিনি নিজেই বরং নিজের জীবন বলী দিয়েছিলেন, কুরবাণী হয়েছিলেন আমাদের জন্য। তিনি ছিলেন নিষ্কাম। কখনও বিবাহ, ব্যাভিচার, কামনা-বাসনা করেননি বরং ব্যাভিচারিনী মহিলাকে তার মন্দ পথ থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত লোক এসেছে সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে।

কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করে তিন দিন পর আবার বেঁচে উঠলেন। তিনি চির জীবিত। ওপারের পথ, জীবনের পথ তিনিই জানাতে পারেন, কারণ তিনি জীবন্ত।

একটি ছেলে নদীতে পড়ে ডুবে যাচ্ছিল। নদীর তীরে অনেক লোক জড় হল। তারা সকলে ছেলেটিকে অনেক বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছিল-কি করে সাঁতার কাটতে হয়, কি করে ভেসে থাকতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু তাকে বাঁচানোর জন্য কেউ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েনি। হঠাৎ দেখা গেল, তাকে জড়িয়ে ধরল আর অনেক কষ্টে প্রবল স্রোতের মাঝ থেকে তাকে পাড়ে টেনে নিয়ে আসল। ছেলেটি বেঁচে গেল কিন্তু যে লোকটি ছেলেটিকে উদ্ধার করেছিল তার দিকে চোখ পড়তেই সবাই হতবাক্ হয়ে গেল – লোকটি মারা গেল।

নিশ্চিত ও নিরাপদ যাত্রা

একদিন পথে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি তার ব্যাগ-জিনিস পত্র নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন। হয়ত ট্রেনে বা বাসে যাবেন রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি অল্প বয়সের ছেলে আসলো রিক্সা চালিয়ে, কিন্তু মহিলা সে রিক্সায় উঠলেন না স্বাভাবিক ভাবে বুঝলাম ঐ ছেলেটির উপর তিনি নির্ভর করতে পারছেন না-যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটায়? একটু পরে আসলো একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। কিন্তু এবারও যাত্রি রিক্সা নিলেন না। কি জানি পথে যদি দেরি হয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত একজন শক্ত সামর্থ রিক্সাওয়ালাকে পেয়ে গেলেন ভদ্র মহিলা, খুশি মনে তার রিক্সায় উঠে বসলেন। এবার তিনি বুঝলেন তার যাত্রা নিশ্চিত ও নিরাপদ।

পৃথিবীতে কালে কালে যুগে যুগে অনেকে এসেছেন মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্ত্তা কেমন, তাঁকে পাওয়া যায় কিভাবে, কোন পথে যেতে হবে এসব তারা বলেছেন। তারা হলেন অবতার, পথ প্রদর্শক বা পরম করুণাময়ের প্রতিনিধি। তাদেরকে সেই জীবন নৌকার মাঝিও বলা হয়েছে, যারা নাকি আমাদের এই জীবন সাগর পার করে ওপারে সেই অপার আনন্দের দেশে নিয়ে যাবেন। যদি কোন ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, ভবঘুরে ধরনের লোক এসে আপনাকে বলে যে, সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, সে হয় পাগল, নয়তো প্রতারক ও ঠগবাজ। খবরের কাগজে প্রায়ই এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে লেখা হয়, যারা মিথ্যা ভাবে সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেজে লোকদের ঠকানোর চেষ্টা করে ধরা পড়ে। যিনি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হবেন তার অবশ্যই থাকবে উপযুক্ত পরিচয়পত্র এবং যোগ্যতা।

সারা বিশ্বের প্রভু বা মালিক যিনি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আসবেন, তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে উপযুক্ত যোগ্যতা, গুণাবলী ও ক্ষমতা। এই প্রতিনিধির জীবন, আচার-আচরণ, চরিত্র এসব কিছুই হতে হবে সৃষ্টিকর্তার মত, থাকতে হবে কথায় কাজে মিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা পরম করুণাময়ের জীবন ও যোগ্যতাগুলির অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা যেমন তেমনই যীশু খ্রীষ্টও পবিত্র, নিষ্কাম, জীবন দাতা ও জীবন্ত। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে।

তাঁর কোন পিতা ছিল না। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ অন্যান্য মানুষের মত তিনি পাপী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি। পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তিনি কোন পাপ কাজ করেননি। তাঁর বাণী ছিল সত্যের, প্রেমের এবং জীবনের। তিনি বলেছেন, তিনি পাপীদের ধবংস করতে নয় বরং তাদের রক্ষা করতে এসেছেন। আমরা দেখি যুগে যুগে অবতারগণ পাপীদের ধবংস করতে পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট এমন একজন, যিনি কোন নরহত্যা করেননি বা কাউকে হিংসা করেননি বরং মৃত লোককে জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছেন।

তিনি নিজেই বরং নিজের জীবন বলী দিয়েছিলেন, কুরবাণী হয়েছিলেন আমাদের জন্য। তিনি ছিলেন নিষ্কাম। কখনও বিবাহ, ব্যাভিচার, কামনা-বাসনা করেননি বরং ব্যাভিচারিনী মহিলাকে তার মন্দ পথ থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত লোক এসেছে সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে।

কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করে তিন দিন পর আবার বেঁচে উঠলেন। তিনি চির জীবিত। ওপারের পথ, জীবনের পথ তিনিই জানাতে পারেন, কারণ তিনি জীবন্ত।

একটি ছেলে নদীতে পড়ে ডুবে যাচ্ছিল। নদীর তীরে অনেক লোক জড় হল। তারা সকলে ছেলেটিকে অনেক বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছিল-কি করে সাঁতার কাটতে হয়, কি করে ভেসে থাকতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু তাকে বাঁচানোর জন্য কেউ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েনি। হঠাৎ দেখা গেল, তাকে জড়িয়ে ধরল আর অনেক কষ্টে প্রবল স্রোতের মাঝ থেকে তাকে পাড়ে টেনে নিয়ে আসল। ছেলেটি বেঁচে গেল কিন্তু যে লোকটি ছেলেটিকে উদ্ধার করেছিল তার দিকে চোখ পড়তেই সবাই হতবাক্ হয়ে গেল – লোকটি মারা গেল।

এই পৃথিবীর মানুষ আজ পাপ ও মৃত্যুর নদীতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাদের সাহায্য করার জন্য অনেকেই অনেক পরামর্শ, বুদ্ধি, শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু ডুবন্ত মানুষের কোন শিক্ষায় কাজ হবে না। তার দরকার এমন একজনের, যে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করবে। যীশু খ্রীষ্ট এই কাজটিই করেছিলেন। তিনি এই পাপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন; আমাদের পরিত্রাণ করেছেন।

আপনার জীবন নৌকার মাঝি কে? সে কি পারবে শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতে? সৃষ্টি কর্তার প্রতিনিধি হয়ে যিনি আপনার কাছে এসেছেন, তার জীবনের সাথে কি সেই পরম সৃষ্টিকর্তার জীবনের মিল রয়েছে? ভদ্র মহিলা তার যাত্রা পথে একজন উপযুক্ত রিক্সাওয়ালাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই জীবন পথের যাত্রী। আপনার যাত্রা কি নিশ্চিত ও নিরাপদ?

এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন।
মিডিয়া আউটরিচ
পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০। বাংলাদেশ।
প্রকাশনা: মিডিয়া আউটরিচ,
পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০
E-mail. mediaoutreach.ag@gmail.com
Web. www.mediaoutreachbd.com

BEN 03